5) ইতালির মানবতাবাদের উত্থানকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

⇒ সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে ইতালিকেই কেন মানবতাবাদ তথা নবজাগরণের পীঠস্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। ইতালি কেন প্রথম স্থান অধিকার করে আছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, মধ্যযুগে তৎকালীন ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অধিকাংশই ছিল সামন্ততন্ত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ। কেবলমাত্র ইতালিই ছিল ব্যতিক্রমী শাসনতন্ত্রের স্থান। উঃ ইতালিতে ছিল নানা পৌরসরকারের প্রাধান্যে প্রতিপালিত নানা শহর। এই ধরনের নগর রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কারন ব্যাখ্যা করলে বলা যায় — বানিজ্যিক বিপ্লব বা প্রাচুর্য্য অর্থযুগ থেকেই এই অঞ্চলে ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করায় নগরায়নের গতি খুব স্বাভাবিক ও সহজভাবে এই অঞ্চল দখল করে। একাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই এই অঞ্চলে নগরায়নের ঘটনা খুব সহজেই প্রাধান্য লাভ করেছিল, ক্রুসেড যার মধ্যে অনুঘটকের কাজ করেছিল। এর ফলে ইতালীয় নগর, বন্দর বন্দরগুলি যোদ্ধাদিগের ভবিষ্যতের সরবরাহ কেন্দ্র এবং যানবাহন পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এবং সমগ্র ইউরোপ ও প্রাচ্যভূমির মধ্যে যোগসূত্র রূপে কাজ করে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিস্তারিতভাবে পুনঃবিবেচনা করলে ইতালি সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন থেকে যায় যে, কেন স্বাধীনতার প্রতি ইতালিবাসীর চরম আগ্রহ রয়েছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শাসনপ্রণালীর অনুরূপ খুঁজে তা ওঠা নজিরের আদর্শরূপ ও প্রেক্ষাপটের উপর কী করে ইতালিবাসী আশাবাদী ছিল সে বিষয়েও প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। তেরো শতক পর্যন্ত ইতালির অধিকাংশ নগরগুলি স্বাধীন ছিল না তাই নিজস্ব আইনবিধি অনুসারে কোনো স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থাও ছিল না।

এই সকল নগর ও শহর জার্মানীর রাজবংশ দ্বারা পরিচালিত হত। যাদের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রধান ও কর্তৃপক্ষ ছিলেন 'স্বয়ং' জার্মান সম্রাট। ফলে জার্মান সাম্রাজ্য আঘাত প্রাপ্ত হলে বা চিড় ধরলে ইতালির ক্ষুদ্র নগর বা শহর গুলি নিজেদেরকে স্বাধীন বলে আত্মপ্রকাশ করে। লোম্বার্ডি ও তাসকানিতে এই জাতীয় শহর গুলির মধ্যে প্যাডুয়া, সিয়েনা ও ফ্লোরেন্স সর্বপ্রথম জনপ্রিয় সরকার যেটা যা জনগণের স্বাধীনে প্রতিষ্ঠা করে। নির্বাচিত আমলা বা রাজকর্মচারীরা ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে থেকে। 1250 সালে এই লৌকিক সরকার গঠিত হয়। এই সকল স্বাধীন নগরীতে নাগরিকরা তাদের পদসংক্রান্ত অধিকারীকদের "Consul" বলে অভি-হিত করত। রোমান পদ্ধতির অনুরূপ প্রণালিতেই এখানে শাসন চলত। রোমান আইন কানুন ও বক্তৃতাদান প্রণালী ব্যাপকভাবে এখানে ব্যবহৃত হত এবং প্রজাতান্ত্রিক গন তন্ত্রের স্বাধীনতার আদর্শ বলে প্রচার করা হত। এই জাতীয় জনতন্ত্র একমাত্র ফ্লোরেন্সের শাসেই ছিলনীয় যা প্রাচীন রোমান প্রজাতন্ত্রের অনুরূপ ছিল।

এরই পাশে দেশপ্রেমের এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষাও বিরাজ করছিল। তারা মনে করত কোনো প্রজাতন্ত্রের অধীনস্থ নগর বৃহৎ হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক ও অধীন কর্তব্যবোধ নগররাষ্ট্রের প্রতি স্থাপন করা উচিত। সাধারন জনজীবনে জনসাধারনের তত্ত্ব নির্ধারণ কাজ ও দায়িত্ববোধ এবং চারুকলার বিকাশেও প্রমান করত, ধনী ব্যক্তি, উদীয়মান অভিজাত সম্প্রদায় অপরাপর ধনী শিল্প ব্যবসায়ীর অবদান ও সাহায্য এবং তাদের পৃষ্ঠপো-ষক ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ইতালিতে যে বানিজ্যিক বিপ্লব ঘটেছিল তা অসংখ্য ধন ও পুঁজির সমাগম ঘটিয়ে যে নান্দনিক শিল্পে সমৃদ্ধি এনেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই সময়ে নানা ছবি, ফ্রেস্কো, স্থাপত্য শিল্প, গির্জা ও প্রাসাদ ইত্যাদি ইতালির প্রতিটি শহরে দেখা যায়।

নগররাষ্ট্রের পুনঃউত্থান নগর কর্তাদের এবং মানবতাবাদীদের মূলাদি আর্দর্শে ও আদর্শে নগর রাষ্ট্র গঠন এবং বৈধ ব্যবস্থা গঠন আইনানুগ করার কাজ এই সময়ে ইতালিতে শুরু হয়েছিল। পনেরো শতকে ফ্লোরেন্স সর্বাধিক বিখ্যাত ইতালীয় নগররাষ্ট্রের রূপ নেয়। আর নাগরিকত্ব লাভ করার অর্থই ছিল সভ্যতার অন্যতম উপহার লাভের সামিল। নগরের বা শহরাঞ্চলের আসনহীন মানুষ ফ্লোরেন্সের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করত যা তাদের ভবিষ্যতের আর্থিক উন্নতির ও পথ দেখাত। এই অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করত ফ্লোরেন্সের পুঁজিবাজারে পুঁজি বিনিয়োগকারীরা।

সভ্যতার সঙ্গে নাগরিকতাকে মিলিয়ে আলোচ্য সময়ে সম্মানের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছিল। যদিও এই তাত্ত্বিক ধারনা নগরবাসীদের উদ্দেশ্যেই ছিল। যাদের জীবন রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ও সংঘর্ষে সংযোজিত ও আবদ্ধ ছিল। বিশেষত এই ধারনার প্রবর্তক ছিলেন মানবতাবাদীরা যাঁরা নবজাগরন বা রেনেসাঁসের মুখ্য বৌদ্ধিক মুখপাত্র ছিলেন এবং যাঁরা এই নবজাগরনের সময়কালকে আলোকপ্রাপ্ত যুগ বা সুবর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। মধ্যযুগের অন্ধকারচ্ছন্নতার সাথে তুলনা করলে এই রেনেসাঁসের যুগকে আলোকের যুগ বলে চিহ্নিত করা চলে। ইতালিকে নবজাগরণ এইরূপ শ্রেষ্ঠ আদল বা Model বলে বর্ণনা করতে গিয়ে মানবতাবাদীরা সর্বপ্রথমেই বলেছেন যে, ইতালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারায় বিভিন্ন বৈচিত্র্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যা ইতালিকে মিলন ক্ষেত্র বা সংগমে পরিনত করেছিল। বাইজান্টাইন খ্রীষ্টান সংস্কৃতি এবং পরিমার্জিত উন্নত ইসলামিক ঐতিহ্য সম্বলিত প্রবাহে কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইতালি। যার মূল ধারক ও প্রবাহের বাহক ছিল বানিজ্য প্রাচুর্য্য।

এই সকল আলোচ্য উপাদানগুলি সামগ্রিকভাবে ইতালিকে সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশের মধ্যে সমন্বিতে পরিনত করেছিল। যার পরিবর্তিত নাম হল "নতুন জগৎ"। সে জগৎ মানবতাবাদ ও রেনেসাঁ নিয়েই অগ্রসর হয়েছিল।